সর্প-দংশনের প্রাথমিক চিকিৎসা ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা

ভেনম রিসার্চ সেন্টার

মেডিসিন বিভাগ, চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ

ভূমিকা:

সর্পদংশন একটি অপ্রত্যাশিত র্দূঘটনা ও একটি জরুরী স্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশের গ্রামগুলোয় সর্পদংশন প্রায়শঃ ঘটে থাকে। সর্পদংশিত ব্যক্তি এ রকম পরিস্থিতির জন্য মোটেই প্রস্তুত থাকেন না। বিষধর সাপের দংশনের পরিনতি মারাত্নক হতে পারে। সর্পদংশন সম্পর্কে মানুষের মধ্যে অবৈজ্ঞানিক ভ্রান্ত ধারনা বিদ্যমান। সর্পদংশনের মত র্দূঘটনা ব্যাপকভাবে ঘটলেও অদ্যাবধি আমাদের দেশে এর বিজ্ঞান সম্মত চিকিৎসার চর্চা ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি।

বাংলাদেশের জনস্বাস্থ্যে গুরুত্বপূর্ণ সাপ সমূহ ঃ

১২ প্রজাতির সামুদ্রিক সাপসহ প্রায় ৮০ প্রজাতির সাপের বসতি এই দেশে। এদের অধিকাংশই অবিষাক্ত। জনস্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ ৬ ধরণের বিষাক্ত সাপ সমূহ নিম্নরূপ:

১. সাপের পরিচিতিঃ

বাংলাদেশে প্রায় ৮০ প্রজাতির সাপ রয়েছে যার মধ্যে ৬ ধরনের সাপ বিষধর-

১. গোখরা বা কোবরা (*Cobra*), নাজা (*Naja*) - নাজা কাউথিয়া, নাজা নাজা
২. পদ্ম গোখরা বা রাজ গোখরা বা কিং কোবরা (*King cobra*)- অফিওফেগাস (*Ophiophagus hannah*)
৩. শঙ্খিনী বা ব্যান্ডেড ক্রেইট, কেউটে- বাংগারাস (*Bungarus fasciatus*), কাল কেউটে বা অল কেউটে বা হানক- Common krait (*B. caeruleus*),কাল নাইজার, ওয়ালস্ ক্রেইট।
৪. চন্দ্রবোরা, রাসেল'স ভাইপার (*Russell's viper*)- ডাবুয়া রাসেলী (*Daboia russelii*)
৫. সবুজ সাপ, গ্রীন স্নেক (Green snake), ট্রাইমেরিসুরাস (*Trimeresurus*)
৬. সামুদ্রিক সাপ- সী স্নেক (Sea snake)- *Enhydrina, Hydrophis*

২। বিষাক্ত সর্পদংশনে লক্ষণ সমূহ ঃ

১। দংশিত স্থানে একেবারে কোন প্রভাব না থাকা থেকে শুরু করে চামড়ার রং পরিবর্তন, কালচে হওয়া, ব্যাথা, দ্রুত ফুলে যাওয়া, ফোস্কা পড়া, পচন, যা দংশিত স্থান হতে ক্রমাগত রক্তপাত হতে পারে।
২। ঘুম ঘুম ভাব।
৩। অস্বাভাবিক র্দূবলতা।
৪। চোখের উপরের পাতা ভারী হওয়া বা বুজে আসা।
৫। চক্ষু গোলক নড়াচড়া করতে না পারা।
৬। চোখে ঝাপসা দেখা বা একটি জিনিসকে দুটো দেখা।
৭। জিহ্বা জড়িয়ে আসা, কথা বলতে অসুবিধা হওয়া।
৮। ঢোক গিলতে অসুবিধা, খাওয়ার সময় নাক দিয়ে পানি চলে আসা।
৯। হাঁটতে অসুবিধা হওয়া, হাত পা অবশ হয়ে যাওয়া।
১০। ঘাড় দূর্বল হয়ে যাওয়া।
১১। শ্বাস প্রশ্বাসের অসুবিধা হয়ে রোগী নীল বর্ণ হয়ে যাওয়া।
১২। কাল রং এর প্রস্রাব হওয়া।

এই সমস্ত ক্ষেত্রে রোগীকে অত্যন্ত দ্রুত হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. ক) প্রাথমিক চিকিৎসা: প্রাথমিক চিকিৎসার উদ্দেশ্য হচ্ছেঃ

১. সর্প দংশনের পর শরীরে যে বিষ ঢুকেছে তার প্রবাহের গতি হ্রাস করা।
২. হাসপাতালে পৌঁছানোর আগে মৃত্যুহার এবং জটিলতা রোধ করা।
৩. মারাত্মক বিষক্রিয়ার প্রাথমিক লক্ষণ সমূহ লাঘব করা।
৪. সর্প-দংশন আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য ক্ষতিকর কাজ সমূহ না করা।

খ. সর্প দংশনের জরুরী প্রয়োজনীয় চিকিৎসাঃ

- 'ভয়ের কোন কারণ নেই, সর্প দংশনের বৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আছে' - এই মর্মে রোগীকে আশ্বস্ত করা।
- রক্তক্ষরণ হতে থাকলে চাপ দিয়ে ধরে রাখা।
- দংশিত অংগ (হাত, পা) স্প্লিট/চেপ্টা কাঠ/বাঁশের চেলা এবং ব্যান্ডেজ/লম্বা কাপড় (৩ থেকে ৪ ইঞ্চি চওড়া) যেমন গামছা, ওড়না ইত্যাদি দ্বারা ছবির নির্দেশনা অনুযায়ী ব্যবহার করতে হবে।

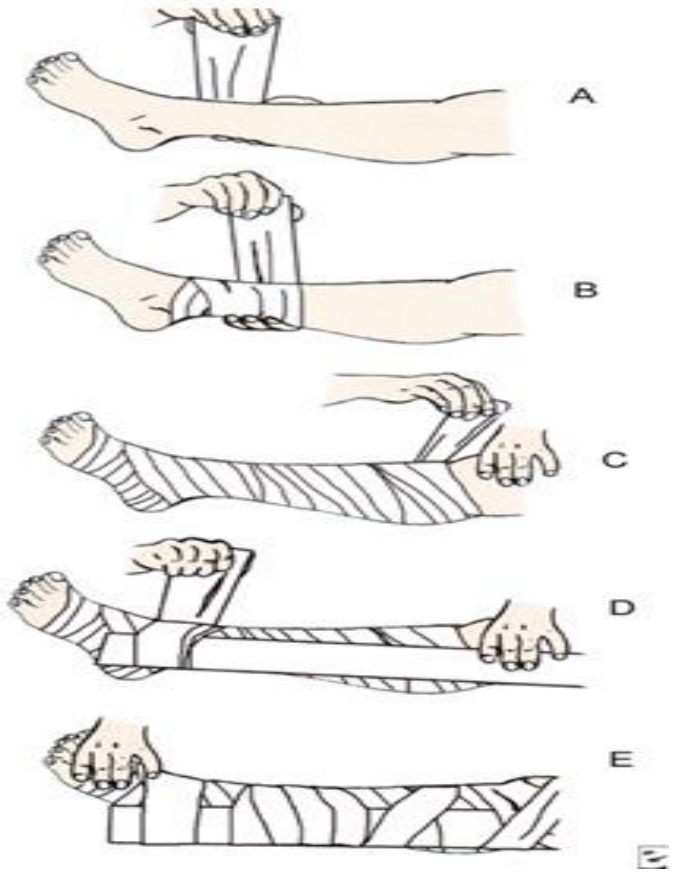

- দংশিত অংগ এমনভাবে বাঁধতে হইবে যেন বাঁধন অনেক বেশী শক্ত অথবা ঢিলা না হয়। বাঁধনের নিচ দিয়ে যাতে দুটি আঙ্গুল চালনা করা যায়।
- রোগীকে নিথর এবং নিশ্চল হয়ে শুয়ে যেতে হবে।
- দংশিত অংশ এমন ভাবে রাখুন যাতে আক্রান্ত অংগ নাড়া চাড়া না হয়।
- রোগীকে দ্রুত নিকটস্থ হাসপাতালে যেমন উপজেলা, জেলা অথবা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে প্রেরণ করতে হবে।

গ. প্রাথমিক পরিচর্যা সম্বন্ধে সুপারিশ সমূহ (কিছু সাধারণ নিয়মাবলী)ঃ

১. রোগীকে আশ্বস্তকরণ: "অনুগ্রহপূর্বক ভয় পাবেন না"। বেশীরভাগ সাপ অবিষধর। এমনকি বিষধর সাপের পক্ষেও দংশনের সময় কার্যকরভাবে প্রচুর পরিমাণ বিষ ঢেলে দেওয়া সব সময় সম্ভব হয় না।

২. নিশ্চল রাখা: নিশ্চিত করুন যে দংশিত অঙ্গ (হাত কিংবা পা) নিশ্চল করা হয়েছে এবং দংশিত ব্যক্তি পূর্নবিশ্রামে আছে।

ক. পায়ে দংশনে: বসে যেতে হইবে, হাঁটা যাবে না।
খ. হাতে দংশনে: হাত নাড়াচাড়া করা যাবে না।
গ. দংশিত অংগ (হাত-পা) হাড় ভেঙ্গে গেলে যেভাবে স্প্লিন্ট এর সাহায্যে নড়াচড়া প্রতিরোধ করা হয় তেমনভাবে রাখতে হবে। হাতের কাছে যদি ক্রেপ ব্যান্ডেজ থাকে তাহলে তাই ব্যবহার করতে হইবে। দংশনকৃত হাত-পা এমনভাবে কাপড় ও কাঠ (বা বাঁশের কঞ্চি) দিয়ে পেচিয়ে নিতে হইবে, যাতে গিড়া নাড়াচড়া করা না যায়। গিড়া নাড়াচড়ায় মাংসপেশীর সংকোচনের ফলে বিষ দ্রুত রক্তের মাধ্যমে শরীরে ছড়িয়ে গিয়ে বিষক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে।
ঘ. দংশিত স্থান নিষ্ক্রিয় করার জন্য আদর্শ পদ্ধতিতে চাপ প্রদান করতে হবে। (pressure immobilization)।
ঙ. দংশিত স্থানে বিষদাঁতের ক্ষতচিহ্ন আছে কিনা দেখতে হবে।

৩. দংশনকৃত জায়গা ধোয়া: কেবলমাত্র ভিজে কাপড় দিয়ে কিংবা জীবানুনাশক লোশন দিয়ে ক্ষতস্থান একবার মুছে নিন এবং ব্যান্ডেজ দিয়ে ক্ষতস্থান ঢেকে রাখতে হবে।

৪. খুলে ফেলা: যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দংশিত অঙ্গ থেকে আংটি, চুড়ি, তাবিজ, 'তাগা' খুলে ফেলতে হবে। দংশিত অঙ্গ ফুলে গেলে পরবর্তীতে এগুলো খুলতে অসুবিধা হবে।

৫. দ্রুত হাপাতালে প্রেরণ: দংশিত ব্যক্তিকে দ্রুত হাসপাতালে নেওয়ার জন্য মটরবাইক বা এ্যাম্বুলেন্স এর সাহায্য নিতে হবে।

৬. রোগীকে একপাশে কাত করে রাখতে হবে।

৭. যদি শ্বাস-প্রশ্বাস না থাকে, তাহলে মুখে বায়ু ঢোকার নল (Oral Airway) ব্যবহার করা এবং প্রয়োজন হলে কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস সঞ্চালনের ব্যবস্থা করতে হবে।

কেউ যদি সাপ মেরে থাকেন, হাসপাতালে যাওয়ার সময় সনাক্তকরণের জন্য তা নিয়ে যেতে হবে। সাবধান, খালি হাতে সাপ ধরা যাবে না, কারণ সাপ মরার ভান করতে পারে। সাপ মারার জন্য কিংবা ধরার জন্য অযথা সময় নষ্ট করা যাবে না।

৪. সর্প দংশনের পর যা করা উচিৎ নয়ঃ

১. দংশিত অঙ্গে কোন রকম গিঁট (tourniquets) দেওয়া যাবে না।
বিশেষ সর্তকতাঃ ইতিমধ্যে যদি গিঁট প্রদান করা হয়ে থাকে তাহলে তা খুলে দিতে সময় নিন। হাসপাতালে ভর্তি হয়ে, চিকিৎসকের উপস্থিতিতে, কৃত্রিম শ্বাস-প্রশ্বাস ব্যবস্থা নিশ্চিত করে এন্টিভেনম শুরু করা এবং অতপর গিঁট অপসারণ করুন।

২. দংশিত স্থানে কাটবেন না, সুঁই ফুটাবেন না, কিংবা কোন রকম প্রলেপ লাগাবেন না।

৩. ওঝা বা বৈদ্য দিয়ে চিকিৎসা করে কিংবা ঝাড়-ফুঁক করে অযথা সময়ক্ষেপণ করবেন না।

৪. হাসপাতালে নেওয়ার পথে রোগীর কথা বলতে অসুবিধা হলে, নাকে কথা বললে কিংবা মুখ থেকে লালা ঝরলে রোগীকে কিছু খেতে দিবেন না।

৫. দংশিত স্থানে রাসায়নিক জাতীয় পদার্থ ব্যবহার করা যাবে না।

৬. দংশিত স্থানে কোনভাবেই- হারবাল ঔষধ, পাথর, বীজ, মুখের লালা, পটাশিয়াম, কাদা, গোবর ইত্যাদি ব্যবহার না করা।

৭. তেল, ঘি, মরিচ, গাছ-গাছালীর রস ইত্যাদি খাইয়ে বমি করানোর চেষ্টা করা।

৮. কামড়ানোর জায়গায় এলকোহল জাতীয় কিছু দেয়া যাবে না।

৯. ব্যথা উপশম করার জন্য অ্যাসপিরিন দেবেন না।

১০. স্বাস্থ্য সুবিধা নিতে হাসপাতালে পৌঁছাতে বিলম্ব করবেন না।

৫. যে সকল ঔষধ ব্যবহার করা যাবেনাঃ-

১। অ্যান্টিহিস্টামিন জাতীয় ঔষধ ঃ হিস্টাসিন, এভিল, ফেনারগন।
২। ষ্টেরয়েড জাতীয় ঔষধ ঃ ওরাডেক্সন, ডেকাসন, হাইড্রোকরটিসন।
৩। সিডেটিভ জাতীয় ঔষধ ঃ সেডিল, রিলাক্সেন।
৪। অ্যাসপিরিন এবং অন্যান্য ব্যাথা নিরাময়কারী ঔষধ ঃ ডিসপ্রিন ক্লোফেনাক, সিলেকক্সিব, রোফেকক্সিব।
৫। প্রচলিত বিভিন্ন বনাজী বা হোমিওপ্যাথিক ঔষধ।

৬. বিষ অবরোধক একাধিক গিট প্রয়োগে সৃষ্ট জটিলতাঃ

- রক্ত সঞ্চালনের ব্যাঘাত হয়ে পচন ধরা।
- দূরবর্তী স্নায়ুর উপর চাপ পড়ে মাংশ-পেশী অবশ হওয়া।
- গিট দেয়া অংশ ফুলে যাওয়া, রক্ত জমে থাকা ও রক্তপাত হওয়া।

৭. সর্প দংশন কিভাবে এড়ানো যায়?

১. বসত বাড়ীর শোয়ার ঘরের সাথে খাবার সামগ্রী যেমন ধান-চাল, হাঁস-মুরগী, কবুতর না রাখা উত্তম। এসব সামগ্রী ইঁদুরকে আকর্ষন করে যার খোঁজে সাপ ঢুকতে পারে।

২. ঘাসের মধ্যে কিংবা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর আপনাকে যদি হাঁটতে হয় তাহলে খুব সাবধানে হাঁটুন ও লম্বা জুতো কিংবা বুট জুতো পড়ুন। গর্তের মধ্যে হাত-পা ঢুকাবেন না। স্তুপকৃত লাকড়ি বা খড় সাবধানে সরান। বড় বড় পাথর বা কাঠের গুড়ি সাবধানে সরানো উচিত। যদি আপনাকে ঘাসের বা ঝোপ-ঝাড়ের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হয় খুব সাবধানে হাঁটুন প্রয়োজনে বুট পড়ুন।

৩. মাছ ধরার সময় 'চাঁই' বা জালের মধ্যে হাত দেওয়ার আগে সাপ আছে কিনা দেখে নিন।

৪. বেশীরভাগ সাপ রাতে সক্রিয় থাকে। রাতে হাঁটার সময় কিংবা প্রাকৃতিক কাজে বের হলে টর্চ লাইট ও লাঠিসহ বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন।

৫. বাংলাদেশের বিষধর সাপ ও তাদের স্বাভাবিক বাসস্থান সম্বন্ধে জানুন, যাতে আপনি তাদের এড়িয়ে যেতে পারেন।

৬. ঘুমের সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন: খাটের উপর ঘুমাবেন, মেঝেতে ঘুমাবেন না। ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করুন। রাতের বেলায় শস্য, ফলের বাগান কিংবা মাছ পাহারা দেওয়ার সময় মাটিতে কিংবা মাচায় ঘুমানোর বা শোয়ার ব্যাপারে বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন।

৭. বাড়ীর চার পাশ পরিস্কার রাখুন। বাড়ী ও চাষ করার জমির মধ্যে দূরত্ব রাখুন।

৮. বাড়ির আঙ্গিনা ময়লা-আর্বজনা মুক্ত রাখুন:

- সাপ ছদ্মবেশী শিকারী, অর্থাৎ তারা শিকারকে লুকানোর জয়গা থেকে আক্রমন করতে চায়।
- ময়লা-আর্বজনা সাপ লুকানোর জন্য উপযুক্ত স্থান। পাতা, সার, খড়ের গাদা, লাকড়ির স্তুপ, কাটা ঘাসের স্তুপ সাপের জন্য লুকিয়ে থাকার পছন্দনীয় স্থান। কাজেই এগুলো বাড়ীর আঙ্গিনা থেকে সরিয়ে নিন।

৯. বাড়ীকে সাপের সম্ভাব্য খাবার মুক্ত রাখুন। প্রজাতি ভেদে ইঁদুর, ছোট প্রানী, তেলাপোকা, ঘাস ফঁড়িং সাপের প্রিয় খাবার।

১০. সাপ বসত বাড়ীর গর্তে বা ফাটলে লুকিয়ে থাকতে পারে বিধায় এগুলো মেরামত করুন।

১১. ঘরে প্রবেশের পূর্বে লাইটের সুইচ অন করুন।

১২. বিছানা, বালিশের নিচ ও স্কুল ব্যাগ যত্ন সহকারে দেখুন। শব্দ করুন যাতে লুকিয়ে সাপ থাকা সাপ সরে যেতে পারে। জোরে পায়ের শব্দ করে আপনার উপিস্থিতি সম্বন্ধে সাপকে সর্তক করুন। সাপ বায়বীয় শব্দের প্রতি অপেক্ষাকৃত বধির তবে ভুগর্ভস্থ কম্পনের প্রতি সংবেদনশীল।

১৩. উইয়ের ঢিবিতে, গাছের গর্তে, স্তুপকৃত গাছ-তক্তা, লাকড়ি, ঘন অগাছার মধ্যে হাত দিবেন না। কাস্তেঁ ও মুঠি দিয়ে পাকা ধান কাটার সময় সাবধানতা অবলম্বন করুন। মানুষের বাসস্থানের চারপার্শ্বে সাপ থাকার সম্ভাব্য জায়গা গুলো পরিস্কার রাখুন। উইয়ের ঢিবি পরিস্কার করুন, গাছের গর্ত ভরাট করুন। পতিত গাছ, লগ, জ্বালানী লাকড়ি সরানোর সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করুন।

১৪. আবর্জনা এবং জান্ক নিয়মিত অপসারন করুন। বসতবাড়ী সাপ আকর্ষন করে এমন প্রানী মুক্ত রাখুন যেমন- ইঁদুর, মুগরীর বাচ্চা, গিরগিটি, ব্যাঙ।

১৫. কেবলমাত্র প্রশিক্ষিত ব্যক্তির সাপ নাড়াচাড়া ও লালন-পালন করা উচিৎ। সাবধান! খালি হাতে সাপ ধরবেন না, কারণ সাপ মরার ভান করতে পারে।

সাপ দেখলে আপনি কি করবেন ঃ

১। অযথা ভয় পাবেন না।

২। নিজ গতিতে সাপটিকে চলে যেতে দিন।

৩। অনাবশ্যক সাপ মারবেন না, কারণ সাপ কীটপতঙ্গ ও ছোট ছোট প্রাণীদের নিয়ন্ত্রনে রেখে মানুষের উপকার করে ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে।

৪। সাপ স্বেচ্ছায় মানুষকে দংশন করে না। সুযোগ দিলে সাপ সরে যাবে। কেবলমাত্র আত্মরক্ষায় কিংবা উত্যক্ত করলে সাপ মানুষকে দংশন করে; কাজেই সাপের কাছে না ঘেঁষা বাঞ্চনীয়।